প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 1 0 2006 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

# বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলেলেও সরকার নীরব

নিজস্ব প্রতিবেদক

সব বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠন অবিরাম ধর্মঘট শুরু করায় দেশের অধিকাংশ মাধ্যমি
বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় তালা ঝুলছে। তবে সরকারি, অভিজাত এবং সরকারের কাছ থেকে বে
না নেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোতে একাডেমিক কার্যক্রম চলছে।

অবিরাম ধর্মঘটের চার দিন পার হলেও গতকাল রোববার পর্যন্ত আন্দোলনরত শিক্ষ
সংগঠনের সঙ্গে সরকারের কোনো আলোচনা হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আগের মতে
বলা হচ্ছে, শিক্ষকদের দাবি সম্পর্কে সরকার অবহিত। তবে অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে ১০ শতা
বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি পূরণ করা হবে।

**তিন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি**

সরকার সমর্থক হলেও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বিভক্ত শিক্ষকদের দুটি জোট গতকাল রোববার অর্থম
শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নামে সরক
সমর্থক একটি অংশ শিক্ষকদের দাবি পূরণ না হওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুককে দ
করে। একই নামে সরকার সমর্থক আরেক অংশের অভিযোগ হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ও
শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের কারণেই শিক্ষকদের দাবি পূরণ হচ্ছে না।

গত ৬ জুলাই থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করা শিক্ষক- এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলা

## বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলেলেও সরকার নীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মচারী ঐক্যজোট আগামী ২৩ জুলাই ঢাকায় মহা-অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। লিখিত বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীর চক্রান্তে শিক্ষকদের ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না বলে উল্লেখ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভুঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন জোটের নেতা কাজী আবদুর রাজ্জাক, চৌধুরী মুগীসউদ্দিন মাহমুদ, মাওলানা এম এ লতিফ, মোহাম্মদ আলী, মাহবুবুর রহমান মোল্লা, মো. জাকির হোসেন প্রমুখ।

গতকাল থেকে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করা সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের অপর অংশের নেতারা বলেছেন, ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিসহ জোটের ছয় দফা শিক্ষা এজেন্ডা পূরণ না করলে জোট সরকারকে চরম খেসারত দিতে হবে। তারা বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। তাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর দায় চাপানোর বিষয়টি 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, উপাধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ পাঠান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ এক বিবৃতিতে ধর্মঘট সফল করায় শিক্ষকদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

**জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট**

আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবি মেনে নিয়ে অবিলম্বে সরকারি আদেশ জারির আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট। সংগঠনের নেতারা
বলেছেন, জোট সরকারের মনে রাখা উচিত, ১৯
সালে আন্দোলন করে শিক্ষকরা ১৭ মা
বকেয়াসহ বেতন আদায় করেছিলেন। এব
জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে
শতাংশ বেতন বকেয়াসহ দিতে হবে। ফ্রন্টের প্র
সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ দে
সর্বত্র ধর্মঘট পালন হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী
অভিনন্দন জানিয়েছেন।

**শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ**

জেলা পর্যায়ে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রাম পরি
গঠনের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ শিক্ষ
কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। পরিষদভুক্ত সং
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ
এম এ আউয়াল সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পা
মো. আবুবকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ কলে
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড.
আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক এম
বারী এক বিবৃতিতে বলেছেন, ধর্মঘট স
করতে শিক্ষক-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব স
দেখে তাদের দাবির যৌক্তিকতা বোঝা যায়

**কারিগরি ও মাদ্রাসাশিক্ষকরাও ধর্মঘটে**

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রা
পাশাপাশি দেশের কারি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও ধর্মঘট শুরু হয়ে
কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ
শাহজাহান আলম সাজু এবং সাধারণ সম্পা
অধ্যক্ষ এ কে এম মোকছেদুর রহমান দাবি আ
না হওয়া পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্
বর্জন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন
সভাপতি এম এম বাহাউদ্দীন আন্দোলন
শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মাদ্রা
ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।